সার সংকট দূর করতে তৈরি হবে কৃষক অ্যাপ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, সারের সঙ্কট দূর করতে দ্রুত কৃষক অ্যাপ তৈরি করার কাজ চলছে। সবাইকে এই অ্যাপের আওতায় আসতে হবে। অ্যাপের তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে সার বিক্রি করা হবে। যারা এই অ্যাপের আওতায় আসবেন তারাই এই সুবিধা পাবেন। আর না আসলে বঞ্চিত হবেন। যে কোন একটি উপজেলায় পাইলট আকারে অ্যাপটি চালু করা হবে। সুবিধা পেলে সারা দেশে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাহলের সার সঙ্কট দূর হবে বলে মনে করেন তিনি।

উন্নত দেশে প্রত্যেকটা মানুষের কৃষক, কুলি, মজুর সবারই ট্যাক্স আইডি থাকে। তিনি ট্যাক্স দেন বা না দেন, প্রত্যেক বছর তাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হয়, প্রত্যেক নাগরিককেই। মানুষরাও খুব উৎসাহের সাথে এটা দেয়। কেন দেয় জানেন? রাষ্ট্র তাদের বিভিন্ন ক্রাইসিসের সময় বিভিন্ন রকম সহায়তা দেয়।

আর সহায়তা দেয় এই ভিত্তিতে কার কার ট্যাক্স আইডি আছে আর কত বছর ধরে কে কে ট্যাক্স সাবমিট করেছে। যারা ট্যাক্স সাবমিট করেছে তারা সুবিধা পাবে, যারা করেনি তারা পাবে না। এখন আমরা যদি এই প্র্যাকটিসটা করতে পারি, তোমার যদি অ্যাপ থাকে অ্যাপে যদি তোমার সব ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, তাহলে যখন তোমার ক্রাইসিস হবে, তুমি সুবিধাটা পেতে পারো। আর তুমি যদি তোমার ইনফরমেশনগুলো না দাও আগামী বছর ক্রাইসিস হলে এগুলো কিন্তু তুমি আর পাবে না।

তখন তার মধ্যে এই তাগিদটা তৈরি হবে আমার যা যা ইনফরমেশন আছে তা অ্যাপে দিয়ে রাখি, কারণ কখন ক্রাইসিস হয় আমি তো জানি না। ক্রাইসিস হলে যাতে আমি সহায়তা পাই। এই চিন্তাগুলোকে মাথায় রেখে এই বিষয়টি নির্মাণ করা হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সারের বিপণন ও ব্যাবহার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এক কথাগুলো বলেন।

তিনি আরোও বলেন, উন্নত বিশ্বে প্রতিটি নাগরিককে একটি অ্যাপের আওতায় আসতে হয়। তালিকাভূক্ত হয়ে সরকারি সুবিধাগুলো ভোগ করেন।

তাই আশা করি প্রতিটি কৃষক এই অ্যাপের আওতায় আসবেন। আধুনিক এসব প্রযুক্তি ব্যাবহার করেই সকল নাগরিককে এই সুবিধা নিতে পারবেন।

সার সংকটের বিষয় তিনি বলেন, ওই যে একটা ঐতিহাসিক প্রবাদ- হাঁস যখন সোনার ডিম পাড়ে, তখন কৃষক হাঁস জবাই করে পেট কেটে একবারে সব ডিম বের করে নিতে চাইলে দেখে আসলে কোনো ডিম নেই। আমরা তো প্রত্যেকেই কৃষকের সন্তান। আমরা বেশি সার ব্যবহার করলে আজকের জন্য হয়তো বেশি ফসল পাব, কিন্তু লং টার্মে গিয়ে ওই জমির উর্বরতা একদমই নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি আজকে অনেক সার ব্যবহার করে অনেক ফসল উৎপাদন করে অনেক টাকা পকেটে ঢুকাচ্ছেন। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার পরে ভবিষ্যতে আর চাষাবাদ হবে না, অন্য কিছু করবে। কিন্তু আল্টিমেটলি এই জমিগুলো যদি উর্বরতা হারায় আমরা তো শুধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করি না, নিজেদের খাবার-দাবারের জন্যও চাষাবাদ করি। তখন একটা ক্রাইসিস হবে।

আমাদের দেশের লেভেলে গবেষণা এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তারপরেও আমি মনে করি কৃষি ডিপার্টমেন্ট চাইলে গবেষক এবং কৃষকদের কানেক্ট করতে পারেন কি না এই যে পর্যবেক্ষণের বিরাট পার্থক্য, এটাকে কোনোভাবে অ্যাড্রেস করা যায় কি না।

অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন, জেলা প্রশাসক ডঃ সৈয়দ এনামুল কবীর। বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব মৃধা, সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি ডাবলু, শাহিনুর রহমান। জেলার কৃষক, সার ব্যবসায়ী ও কৃষি কর্মকর্তারা মতবিনিময় সভায় অংশ নেয়।

সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুটিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি

নয়

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেন, সাফল্য এবং ব্যর্থতা এ দু’টিই জীবনের লক্ষ্য অর্জনের মাপকাঠি নয়। অবশ্যই সফল হতে হবে তোমরা পড়তে এসেছ, বড় কিছু হবে, সরকারি চাকরি করবে, বড় জায়গায় যাবে, বড় ব্যবসায়ী হবে কিংবা বড় নেতা হবে এই লক্ষ্য তো থাকতেই হবে। কিন্তু এটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়।

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তাহলে কী? জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সার্থকতা। সাফল্যের পাশাপাশি জীবনটাকে সার্থক হতে হবে, জন্মকে সার্থক করতে হবে। আর সার্থকতার অর্থ কবি কামিনী রায়ের দুই লাইনে “সকলের তরে সকলে মোরা, প্রত্যেকে মোরে পরের তরে।” তোমার জীবন যদি শুধু তোমার জন্যই হয়, তবে সে জীবন সার্থক নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রঙিন সাজ, আনন্দ উল্লাস আর মধুর আবহে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর সরকারি কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য এসকল কথা বলেন তিনি।

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মনির হায়দার বলেন, নতুন পথচলা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠারও পথ দেখায় কলেজ জীবন। স্বপ্ন বড় হবে, পথ চলা হোক আলোকিত। আমরা সকলেই সফল হতে চাই, তোমরাও সফল হওয়ার জন্যই এই লেখাপড়ার পথ বেছে নিয়েছ এবং এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে এসেছ। তোমরা তো জীবন মাত্র শুরু করেছ লেখাপড়া করবে, পেশাগত জীবনে ঢুকবে, অনেক কষ্ট করে অনেক কিছু অর্জন করবে, সফল হবে তারপর একদিন জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাবে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক খেজমত আলী মালিথ্যা।

অতিথিরা নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধে বড় হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। এছাড়া কো-কারিকোলাম অ্যাক্টিভিটিস, সামাজিক কার্যক্রমসহ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কলেজকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার

পাশাপাশি একটি মানবিক সমাজ গঠন করার আহ্বান জানান।

নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র বিধান শেখ এবং দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র উলফাতুন নেছা পূর্ণিমা।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল ফুল ছিটিয়ে নবীনদের বরণ করে নেওয়া। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা হাতে রঙিন পাপড়ি ছিটিয়ে নবীনদের স্বাগত জানালে ক্যাম্পাসজুড়ে তৈরি হয় উৎসবমুখর এক আবহ।

পরে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কবিতা আর নাট্য পরিবেশনায় মাতিয়ে রাখেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান -মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচীব (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধের পর গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর কোনো জায়গায় এতবড় ঘটনা ঘটেনি। যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরকার, মন্ত্রী, এমপি এমনকি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত পালিয়ে গেছে।

আজ শনিবার বিকালে গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই অভ্যুত্থান ফুটবল টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধনপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মনির হায়দার আর বলেন, জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াতে ইসলামী এনসিপিসহ অন্যান্য দল থাকবে। শুধু ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ থাকবেনা। এদেশ ফ্যাসিবাদ আর কখনো ফিরে আসতে পারবেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার বলেন, বিএনপি জামায়াত এনসিপি রাজনৈতিক কারণে তর্ক বিতর্ক বা ঝগড়া করবে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে সবাইকে

ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা কেউ কারোর শত্রু না, আমাদের একমাত্র শত্রু ফ্যাসিবাদ।

মনির হায়দার বলেন, ফুটবল টূর্ণামেন্ট শুধু একটি খেলা নয়, খেলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেই। জুলাই ২৪ আমাদের শিখিয়েছে ২০২৪ এর আগে এবং পরের বাংলাদেশে রাত আর দিনের সমান তফাৎ।

তিনি জুলাই প্রসঙ্গে আরও বলেন, জুলাইয়ের ঘটনা আমাদের আপন করতে হবে। জুলাই আন্দোলনকে আমাদের চলাই বলাই রাতে দিনে সব সময় স্বরণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্ণী জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজক গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

পরে প্রধান অতিথি মনির হায়দার দু দলের ফুটবলারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া ফুটবলে কিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন।

২৪ এর গণ-অভুত্থ্যান ছিল অবধারিত: মনির হায়দার

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেটি ছিল অবধারিত—এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি বলেন, “এটার কোনো বিকল্প ছিল না। এটা ঘটবার জন্য যা যা করার, তার ষোল কলা পূর্ণ করেছিল বিগত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা।”

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে “গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী মেহেরপুর: আজ ও

আগামী” শীর্ষক এক সুধীজন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক শাকিল আহমেদ, সরকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, মেহেরপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতিফ আহমেদ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি, মেহেরপুরের উন্নয়ন সম্ভাবনা, এবং আগামী দিনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

মেহেরপুরকে মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি

- মনির হায়দার

মেহেরপুর জেলা যেন বাংলাদেশে একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে সে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শুক্রবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “চলতি সেশনেই মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। ” তিনি দ্রুত স্থান নির্ধারণ ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে বিভিন্ন

দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিল খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কট রয়েেছে এবং একই চিত্র সারা বাংলাদেশেরই। বিদ্যমান অবস্থায় সমন্বিত চেষ্টায় যাতে স্থানীয়রা ভালো চিকিৎসসেবা পান এ লক্ষ্যে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আমি চাই হাসপাতালে পরিবেশটা অন্ততপক্ষে সুন্দর থাক । কারণ হাসপাতালে পরিবেশ সুন্দর না থাকলে একজন রোগীর সাথে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, “সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ যেন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা পায়। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে হাসপাতালের পরিবেশ টা যেন সুন্দর থাকে এবং সুইপারদেরকে নিয়মিত দিনে একবার যেন আবর্জনা গুলো ফেলে দেয় সেগুলোর ব্যপারে কথা হয়েছে। তাহলে কিছুটা পরিবেশ সুন্দর হবে। এটি পৌরসভার কাজ এই হাসপাতালে মাত্র দুইজন সুইপার নিয়োজিত। এই দুইজনের পক্ষে এত বড় একটি হাসপাতাল পরিষ্কার করা সম্ভব না । আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে

এই সংকট দূর করা যায়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজটি চালিয়ে যেতে পারে সেটা যেন করে।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম, সিভিল সার্জন এ.কে.এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।
তিনি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ডসমূহ, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র এবং রোগীদের অবস্থা ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেবার অভিজ্ঞতা জানেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেন।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিতে রয়েছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, “স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতির পেছনে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে, যার ফলে এ দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।”
তিনি বলেন, “দেশে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে দুর্নীতি বেড়েছে।”

আজ শুক্রবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, “খুব বেশি দুর্নীতি ও অনিয়ম রয়েছে এমন কয়েকটি খাতের মধ্যে স্বাস্থ্যখাত অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনার দোষ নয়, বরং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বিষয়টি অনেক দূর গড়িয়েছে।”

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আপনারা সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করছেন যাকে বলে পাবলিক অফিস। এই পাবলিক

অফিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাই গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।”

তিনি আরও বলেন, “দীর্ঘদিন দেশে গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র না থাকার ফলে সমাজে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে দুটি জিনিসে, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। এটা হয়তো রাজনৈতিক বক্তব্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটি আসলে রাজনৈতিক নয়।”

“আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝি কেবল একটি নির্বাচন, কিন্তু সভ্য সমাজে গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রে প্রবেশের দরজা। প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই দুটি ছাড়া কোনো আধুনিক সমাজ টিকে থাকতে পারে না,” যোগ করেন মনির হায়দার।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান।
এতে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

“নিরবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে করণীয়” বিষয়ক এই মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, ১ দিনের সরকারি সফরে সড়ক পথে আজ সকালে তিনি নিজ জেলা মেহেরপুরে আসেন।